মৈথুন

সুদীপ্ত রায়

একটি জৈবিক জঞ্জাল
একটি কলহের বীজ বপন করেছিল বহুযুগ আগে।
একটি অসমাপ্ত গল্পের পার্শচরিত্রের সন্ধানে।
আদিম সে যুগের আদমসুমারিতে ঠাঁই পেতে তাঁর
ঝরাতে হয়েছে রক্ত।
সিক্ত সে মাটির লালিমায় মুখ রাঙিয়ে
সে সেজেছে আধুনিক যাযাবর,
গৃহস্থের পদাবনতি দেখেছে শুধু উদ্বাস্তু।

তোমার একটি ব্যর্থ আত্মহননের চেষ্টা
আমার আত্মাকে হনন করেছে বারবার।
তোমার নাভিশ্বাস আমার তিরস্কার
আমার শাস্তি তোমার পুরস্কার
তোমার স্বস্তি আমার উর্ধ্বশ্বাস
আমার তাচ্ছিল্য তোমার পরিহাস
আমি প্রেমিক,
তোমার যান্ত্রিক আবেগ, ক্রোধ,
উপেক্ষা, প্রণয়
তোলা থাক,
সেসব আমার জন্য নয়।

আমার প্রাণ গুহায়, নর্দমায়, ফাঁকা রাস্তায়
উন্মুক্ত জানালায় অনধিকার প্রবেশ করা
সীমাহীন সীমানায়।
তোমার গাঁদাফুলের ডালি, আমি
রক্তকরবীর মালি
তোমার আতা গাছে তোতা পাখি,
আমি ফনিমনসার ছবি আঁকি।
তুমি বড় হও, তুমি সুখে থাকো,
তুমি আক্রোশ ভুলে যাও,
তুমি আবার ভালোবাসো।
তুমি আমায় মুক্তি দাও।